08-04-26, 08-04-26, 08-04-26, 08-04-26, 08-04-26

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মুল আদালতের এখতিয়ার)

অবমাননার আবেদন নং ১৩৭ অফ ২০১৫

(রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩ অব ২০১১-এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত)

বিষয়: আদালতের অবমাননার কার্যধারা শুরু করার আবেদন।

-এবং-

বিষয়: মোঃ নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য
..... অবমাননা প্রার্থীগণ।

-বনাম-

সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
বাংলাদেশ সচিবালয়, রমনা, ঢাকা এবং অন্যান্য।
..... অবমাননা বিবাদীগণ।

ড, শাহদীন মালিক, সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং
জনাব মোঃ তারেব-উল-ইসলাম শোভণাভ, এবং
জনাব সাইফত ভৌমিক, অ্যাডভোকেটগণ
..... অবমাননা প্রার্থীদের পক্ষে।

সিসেম নাহিদ মাহতাব, সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং
সিসেম রুমানা হক, অ্যাডতোকেট
..... অবমাননা বিবাদী নং-১-এর পক্ষে।

উপস্থিত: জনাব বিচারপতি মোঃ হাবিবুল গনি
এবং
জনাব বিচারপতি এস. কে. তাহসিন আলী।

শুনানি: ০৬.০৮.২০২৫, ১৯.১০.২০২৫, ২৬.১০.২০২৫,
১০.১১.২০২৫ এবং ৩০.১১.২০২৫

রায় ঘোষণা: ১৯.০২.২০২৬

মোঃ হাবিবুল গনি, বিচারপতি:

অবমাননা প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি রুল জারি করা হয়, যাহাতে অবমাননা বিবাদীগণকে কারণ দর্শানোর জন্য সমন করা হয় যে, রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩ অব ২০১১-এ এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ১৪.০৫.২০১২ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ লঙ্ঘনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে আদালতের অবমাননার কার্যধারা কেন শুরু করা হবে না এবং আদালতের

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"
Scanned with CamScanner

আদেশ এবং ১৪.০৫.২০১২ তারিখে রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩ অব ২০১১-এ এই আদালতের একটি বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায় লঙ্ঘন করার জন্য অবমাননাকারী বিবাদীদের বিরুদ্ধে এবং কেন তাদের আদালতের অবমাননা করার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না এবং/অথবা আদালত যে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় মনে করেন, সেইরুপ অন্য বা অধিকতর আদেশ বা আদেশ প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে এ আদালতের নিকট কারণ দর্শানোর জন্য।

রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩ অব ২০১১-এর ৪(চার) জন পিটিশনার, যাহারা বর্তমান অবমাননা পিটিশনার, তারা ১৪.০৫.২০১২ তারিখে এই আদালতের একটি বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায় লঙ্ঘনের জন্য অবমাননা পিটিশন দায়ের করেছেন। পিটিশনারগণ সরকারী কর্মকর্তা এবং পিটিশনার নং-১ বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি (সাবেক প্রকল্প কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ)-এর মহাসচিব পদে এবং সমিতির উক্ত সভা কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়ে ৩১.০১.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ এবং অন্যান্য সদস্যদের পক্ষে এই অবমাননা পিটিশন দায়ের করেছেন। পিটিশনারগণ রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩ অব ২০১১ দায়ের করেন, যার মাধ্যমে নিম্নলিখিত অক্ষিস আদেশকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল: স্মারক নং ০ম/অবি(বাজ-৪)/বিবিধ-২০/উন্নয়ন/২০১১/(অংশ)/৭৪ তারিখ ২২.০৯.২০১১, যা বিবাদী নং-৫-এর স্বাক্ষরে জারি করা হয়েছিল এবং নিম্নলিখিত অক্ষিস আদেশকে: স্মারক নং ০ম/অবি(বাজ-৪)/বিবিধ-২০/ উন্নয়ন/০৭(অংশ)/৭ তারিখ ২৪.০৩.২০০৮, যা বিবাদী নং-৪-এর স্বাক্ষরে জারি করা হয়েছিল এবং পিটিশনারদের যোগদানের তারিখকে প্রকল্পের সময় থেকে গণনা না করে, উন্নয়ন প্রকল্পের সময় থেকে গণনা না করে, সময় স্কেল ও নির্বাচন গ্রেড প্রদান না করে, গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

CS Scanned with CamScanner

আবেদালত প্রতিগক্ষগণ ১৪.০৫.২০১২ তারিখে রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩ অব ২০১১-এর এই আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ লঙ্ঘনের জন্য আদালত অবমাননার দায়ে কেন অভিযুক্ত হবেন না এবং তাদেরকে আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদান না করে কেন আদালত উপযুক্ত ও প্রজ্ঞাজনীয় মনে করলে অন্য আদেশ বা অধিকতর আদেশ প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে এই আদালতের নিকট কারণ দর্শানোর জন্য।

রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩ অব ২০১১-এর ৪(চার) জন পিটিশনার, যাহারা বর্তমান আবেদালত পিটিশনার, তারা ১৪.০৫.২০১২ তারিখে এই আদালতের একটি বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ লঙ্ঘনের জন্য আদালত অবমাননা পিটিশন দায়ের করিয়াছেন। পিটিশনারগণ সরকারি কর্মকর্তা এবং পিটিশনার নং-১ বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি (সাবেক প্রকল্প কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ)-এর মহাসচিব পদে এবং সমিতির উক্ত সভা কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোলিত হয়ে ৩১.০১.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ এবং অন্যান্য সদস্যদের পক্ষে এই অবমাননা পিটিশন দায়ের করিয়াছেন। পিটিশনারগণ রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩ অব ২০১১ দায়ের করেন, যাহা মাধ্যমে নিম্নলিখিত অফিস আদেশকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল:

> স্মারক নং ০ম/অবি(বয়-৪)/বিবিধ-২০/উন্নয়ন/২০১১/(অংশ)/১৪ তারিখ ২২.০৯.২০১১, যা বিবাদী নং-৫-এর স্বাক্ষরে জারি করা হয়েছিল এবং নিম্নলিখিত অফিস আদেশকে: স্মারক নং ০ম/অবি(বয়-৪)/বিবিধ-২০/ উন্নয়ন/০৭(অংশ)/৭ তারিখ ২৪.০৩.২০০৮, যা বিবাদী নং-৪-এর স্বাক্ষরে জারি করা হয়েছিল এবং পিটিশনারদের যোগদানের তারিখকে প্রকল্পের সময় থেকে গণনা না করে, উন্নয়ন প্রকল্পের সময় থেকে গণনা না করে, সময় স্কেল ও নির্বাচন গ্রেড প্রদান না করে, গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে
>
> পিটিশনারদের যোগদানের তারিখকে প্রকল্পের সময় থেকে গণনা না করে, উন্নয়ন প্রকল্পের সময় থেকে গণনা না করে, সময় স্কেল ও নির্বাচন গ্রেড প্রদান না করে, গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে (এস,আর,ও নং ১৮২-আইন/২০০৫/ দম্ব/বিপি-১/এন-১/২০০০) তারিখ ২০.০৬.২০০৫ প্রকাশিত বিধি অনুযায়ী কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে জারি করা হয়েছিল এবং কোনো আইনগত effec নেই।

এই রুল শুনানির জন্য একটি বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক প্রহণ করা হয় এবং সংপ্লিট পক্ষগণের শুনানি শেষে রুলকে চুড়ান্ত করা হয় এবং ১৪.০৫.২০১২ তারিখের রায় ও আদেশ প্রদান করা হয় এবং উক্ত রায়ের আদেশাংশ নিম্নরুপ:

> "বিবাদী নং-৫-এর স্বাক্ষরে জারি করা স্মারক নং ০ম/অবি(বয়-৪)/বিবিধ-২০/ উন্নয়ন/২০১১/(অংশ)/১৪ তারিখ ২২.০৯.২০১১ সংললিত অফিস আদেশ এবং বিবাদী নং-৪-এর স্বাক্ষরে জারি করা স্মারক নং ০ম/অবি(বয়-৪)/বিবিধ-২০/

3/8

CS Scanned with CamScanner

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা

"প্রতিবাদীগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল যে, ডেভেলপমেন্টের প্রধান্য কর্মক্ষেত্র যোগদানের তারিখ হইতে ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে এই রায় প্রাপ্তির তারিখ হইতে, সময়মান এবং নির্বাচনী গ্রেডসহ বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাসমুহের জন্য আবেদনিকারীদের জেষ্ঠ্যতা গণনা করিতে হইবে।"

উক্ত ১৪.০৫.২০১২ তারিখে প্রদত্ত হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে, রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩ অব ২০১১-এ প্রতিবাদী প্রতিপক্ষ নং-১, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে হইয়ার আপিলের অনুমতি প্রার্থনায় সিভিল পিটিশন নং ৩০৮ অব ২০১৩ দায়ের করেন মাননীয় আপিল বিভাগে এবং শুনানির পর ১০.০৪.২০১৩ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণসহ আবেদনটি নিস্পত্তি করে রায় প্রদান করেন:

"আমাদের মত এই যে, 'সময়মানসহ নির্বাচনী সুবিধাদি' শব্দগুচ্ছের মধ্যে সময়মান অন্তর্ভুক্ত এবং সেই অনুযায়ী আমরা বিস্তারিত পর্যবেক্ষণসহ আবেদনটির নিস্পত্তি করিলাম।"

আপিল বিভাগের উক্ত রায়ে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়:

"আমরা আক্রমিত রায় এবং রেকর্ডে থাকা অন্যান্য উপকরণাদি মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করিয়াছি। সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি, ২০শে জুন, ২০০৫ তারিখে প্রণীত, নিয়মাবলী প্রণয়ন করে, যা

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা

উন্নয়ন প্রকল্প থেকে এসআরও নং ১৮২, তারিখ ২০শে জুন, ২০০৫ মোতাবেক রাজস্বখাতে অন্তর্ভুক্তকৃতদের জন্য প্রবীণতার বিষয়ে। বিধিমালার উদ্দেশ্য অংশে বিধিমালার উদ্দেশ্য ও প্রণয়নের কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এতে স্পষ্টতাবে বলা হয়েছে যে, প্রবীণতা নির্ধারণ (প্রবীণতা নির্ধারণ) এবং এক্ষস্বতা নির্ধারণ (প্রবীণতা স্থিরকরণ)-এর উদ্দেশ্যে বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধি ৫ প্রবীণতা নির্ধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বিধি ৫-এর উপ-ধারা (১)-এ প্রদান করা হয়েছে যে, প্রবীণতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের প্রবীণতা নির্ধারণ হবে নিয়মিতকরণের তারিখ হতে। সেবার মেয়াদ গণনার বিষয়ে বিধি ৬-এ বলা হয়েছে যে, নিয়মিতকৃত কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন, ছুটি, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধার বিষয়ে নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সময়কাল গণনা করা হবে। এই বিধিতে ব্যরহৃত "সময়মাপক সুবিধাদি" শব্দটি অধিকারী বা কর্মচারীর প্রাপ্য সকল সুবিধাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এই শব্দটিকে সংক্ষীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করার কোনো সুয়োগ নেই। এই শব্দের মধ্যে বেতন, ছুটি, পেনশন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বা সংপ্লিষ্ট সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই বিধিমালা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্বখাতে অন্তর্ভুক্তকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুবিধার্থে প্রণয়ন করা হয়েছে। অতএব, বিধিমালায় ব্যরহৃত শব্দসমুহের ব্যাখ্যার কল্যাণমুলক অর্থ প্রদান করা উচিত। তা সত্ত্বেও, বিধিবিধান ব্যাখ্যার প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা অনুয়ায়ী, এমন অবস্থয়েও

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা

আইনের ভাষার সাধারণ অর্থ অনেক সময় আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য পুরণে অপর্যাপ্ত হয়; সে ক্ষেত্রে যদি শব্দগুলোর বিস্তৃত অর্থ গ্রহণযোগ্য হয়, তবে তাদের একটি সম্প্রসারিত অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। ম্যাক্সওয়লের "The Interpretation of Statutes", দ্বাদশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯২ অনুযায়ী বলা হয়েছে— "যখন বিচারকদের সামনে আইন প্রণেতার উদ্দেশ্যকে পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে এমন অর্থ এবং একটি সংকীর্ণ অর্থ—যা কম বা মোটেই সেই উদ্দেশ্য পুরণ করে না—এই দুইয়ের মধ্যে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে, তখন তারা সাধারণত প্রথমটিকেই গ্রহণ করেন" বলা হয়ে থাকে, কল্যাণমূলক ব্যাখ্যা একটি প্রবণতা, কঠোর নিয়ম নয়। আমাদের অভিমত হলো যে "অনুষঙ্গিক সুবিধাদি" শব্দবন্ধের মধ্যে টাইম স্কেলও অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এরপর অবমাননাকারী বিবাদী নং-১, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, ১০.০৪.২০১৩ তারিখে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে (সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ৩০৮/২০১৩) রিভিউ পিটিশন নং ৭৪/২০১৩ দাখিল করেন। মাননীয় আপিল বিভাগ শুনানি শেষে ০৫.০৫.২০১৪ তারিখে প্রদত্ত রায়ের মাধ্যমে উক্ত রিভিউ পিটিশন নং ৭৪/২০১৩ খারিজ করে দেন।

আবেদনকারীদের অভিয়োগ হলো যে, ১৪.০৫.২০১২ তারিখে রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১-এ হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায়টি আপিল বিভাগে বহাল রাখা হয় এবং রিভিউতেও (রিভিউ খারিজ হওয়ায়) বহাল থাকে; তথাপি আবেদনকারীরা যথাযথভাবে বিষয়টি অবহিত করেছিলেন যে—

6

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

CS Scanned with CamScanner

১৪.০৫.২০১২ তারিখে অবমাননাকারী বিবাদীদের নিকট প্রদত্ত রায়টি দুইটি impugned স্মারককে বেআইনি ঘোষণা করে এবং আইন অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদানের কথা বলা হলেও বিবাদীরা হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায় বাস্তবায়নে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং বাধ্যতামুলক পরিস্থিতির কারণে অবমাননা আবেদনকারীদের অবমাননা আইন লংঘনের জন্য শাস্তির অনুরোধে অবমাননাকারী বিবাদীদের বিরুদ্ধে এইন্ত অবমাননা আবেদন দাখিল করতে হয়, কারণ হাইকোর্ট বিভাগের ১৪.০৫.২০১২ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশের অবমাননা করা হয়েছে, যা রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১-এ প্রদত্ত। বিবাদী নং-১, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, বর্তমান অবমাননা আবেদনের প্রেক্ষিতে হলফনামা দাখিল করে বলেন যে, অফিস আদেশ দ্বারা স্মারক নং ০৯.০০.০০০০.১৬৪.৩১.০০৪.১৫.২৩, তারিখ ০৫.০৩.২০১৮(এই আদালতে দাখিলকৃত হলফনামা-অনুসারে সংযুক্তি-৭) এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে হাইকোর্ট বিভাগের ১৪.০৫.২০১২ তারিখে প্রদত্ত রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১-এর রায় বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উক্ত অফিস আদেশ থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিবাদী/কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এই মর্মে যে, প্রতিত স্মারক নং অস/অবি(বাজ-৪)/ বিবিধ-২০/উন্মেক/২০০৭(অংশ)/৭৮, তারিখ ২২.০৯.২০১১, যা বিবাদী নং-৫-এর স্বাক্ষরযুক্ত এবং অফিস আদেশ ধারণকারী স্মারক নং অস/অবি(বাজ-৪)/ বিবিধ-২০/উন্মেক/০৭(অংশ)/৮৯, তারিখ ২৪.০৩.২০০৮, যা বিবাদী নং-৪-এর স্বাক্ষরযুক্ত, বেআইনি অথবা অবৈধ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই মর্মে উল্লেখ করে উক্ত impugned আদেশসমুহ বাতিল করতে হবে।

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা

এবং ১৪.০৫.২০১২ তারিখে হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায় অনুযায়ী এগুলি অবৈধ এবং কোনো আইনগত প্রভাব রাখে না বর্ণিত হয় এবং যার হিসেবে রায় প্রদান করা হয়েছে। আবেদনকারী নং-১ সংঘের অনুমোদিত ব্যক্তি হিসেবে প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত ৮০ জন কর্মচারীর সুবিধাদি পাওয়ার জন্য রিট পিটিশন দায়ের করেন এবং তারা সকলেই অধিকারভিত্তিক সুবিধাদির প্রাপ্যতা অর্জন করেছেন, যেমন— "উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত পদে পদায়নের নিয়মিতকরণ ও জেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০৫" শীর্ষক বিধিমালা যা এস.আর.ও. নং ১৮২-আইন/২০০৫/(সন/বি-১/এম-২)/২০০ তারিখ ২০.০৬.২০০৫ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

যদিও অপ্রা/অবৈধ মেমোগুলো অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, তথাপি বিবাদী অবমাননাকারী কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রাপ্ত সুবিধাদি কর্তন করছেন এবং অপ্রা/অবৈধ মেমোসমুহ অনুসারে কর্মরত কর্মচারীদের সুবিধাদি কর্তনের জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। এই অবমাননা বিধি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১-এ আবেদনকারী হিসেবে উল্লিখিত ০৪ (চার) জন অবমাননা আবেদনকারী হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুযায়ী সুবিধাদি পেয়েছেন, যেমন— অপ্রা/অবৈধ মেমোসমুহ বিবাদী অবমাননাকারী কর্তৃপক্ষ অবৈধ বলে গণ্য করেছেন; কিন্তু বিবাদী অবমাননাকারী কর্তৃপক্ষ এখনো ২২.০৯.২০১১ এবং ২৪.০৩.২০০৮ তারিখের দুইটি অপ্রা/অবৈধ মেমো গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বা সুবিধাদি প্রদানের জন্য সার্কুলার জারি করার মাধ্যমে বাতিল করেননি, যা বর্তমানে কর্মরত এবং প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজ্য। অবমাননা আবেদনকারীদের অভিযোগ হলো যে—

যে তারা রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১ প্রতিনিধিত্বমুলক সরকারী কর্মচারীদের সমিতির পক্ষে দায়ের করেছিলেন এবং অবমাননা আবেদনকারীগণ সমিতির পক্ষে প্রতিনিধিত্বমুলক ভিত্তিতে প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত কর্মরত সকল চাকরিধারীদের জন্য সুবিধাদি পাওয়ার উদ্দেশ্যে অবমাননা আবেদন দায়ের করেছেন।

শ্রী শাহদিন মালিক, সিনিয়র আইনজীবী, শ্রী মোঃ তায়েব-উল-ইসলাম শোভরভ এবং শ্রী সাইকত ভৌমিক, আইনজীবীদেয়ের সহিত উপস্থিত হয়ে অবমাননা আবেদনকারীদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, আবেদনকারীগণ প্রতিনিধিত্বমুলক ভিত্তিতে রিট পিটিশন দায়ের করেছেন, যেখানে মেমো নং ৭৪, তারিখ ২২.০৯.২০১১ এবং অফিস আদেশ, মেমো নং ৪৭, তারিখ ২৪.০৩.২০০৮-এ বর্ণিত দুটি আপত্তিকৃত স্মারক অবৈধ ঘোষণা করার প্রার্থনা করা হয়েছে এবং শুনানি শেষে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত দুইটি আপত্তিকৃত স্মারক অবৈধ ঘোষণা করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিবাদীদেরকে আবেদনকারীদের যোগদানের তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি (টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডসহ) অনুযায়ী সিনিয়রিটি গণনার নির্দেশ দিয়েছেন—রায়টি তারিখ ১৪.০৫.২০১২। এবং বিবাদী নং-১, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগের নিকট সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ৩০৮ অফ ২০১৩ দায়ের করেন এবং পরাজিত হয়ে রিভিউ পিটিশন নং ৭৪ অব ২০১৩ দায়ের করেন এবং তা খারিজ হওয়ায় ১৪.০৫.২০১২ তারিখের হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও আদেশ বিবাদীদের উপর সকল আবেদনকারী এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য সকল সুবিধাদি প্রদানের জন্য আইনত বাধ্যতামুলক।

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা

যারা প্রকল্প থেকে রাজস্ব সেট-আপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। মাননীয় আইনজীবী মত প্রদান করেন যে, রুল চলমান থাকা অবস্থায় অবমাননাকারী বিবাদকরীগণ শুধুমাত্র এই অবমাননা আবেদনের ০৪ (চার) জন আবেদনকারীহৈ সুবিধাদি প্রদান করেছেন কিন্তু তারা হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুযায়ী প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত অন্য কর্মচারীদেরকে সেই রায় অনুযায়ী সুবিধাদি প্রদান করছেন না; বরং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সুবিধাদি কেটে নিচ্ছেন এবং কর্মরত কর্মচারীদেরকেও সুবিধাদি প্রদান করছেন না। মাননীয় আইনজীবী মত প্রদান করেন যে, যখন হাইকোর্ট বিভাগ অবৈধ ঘোষণা করেছি উক্ত আপত্তিকৃত স্মারকসমূহকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং বিবাদীপক্ষ আপিল বিভাগে পরাজিত হয়েছে, তখন হাইকোর্ট বিভাগের রায় কার্যকর করার জন্য সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত আপত্তিকৃত স্মারকসমূহ প্রত্যাহার করা শুধুমাত্র বিবাদীদের কর্তব্য, কিন্তু তা না করে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১-এ প্রদত্ত রায় ও আদেশ অমান্য করছেন।

শ্রীমতি রুমানা হক, বিবাদী নং-১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিবের পক্ষে উপস্থিত মাননীয় আইনজীবী, যিনি অবমাননা আবেদনের এই মর্মে দাখিলকৃত হলফনামা-অনুসারে সংযুক্তি-৭ দাখিল করেন, মত প্রদান করেন যে, অবমাননা আবেদনের অবমাননাকারী বিবাদকরীগণ হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুযায়ী ০৪ (চার) জন অবমাননা আবেদনকারীকেই সুবিধাদি প্রদান করেছেন; কিন্তু প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং তাদের সুবিধাদি প্রদানের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় অন্য সরকারি কর্মচারীদের সুবিধাদি এখনো প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না; কেননা এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন এবং সেই সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ করা হয়নি।

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা

এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ইতোমধ্যে লিখিতভাবে মোট ঘটনাবলী বর্ণনা করে জানানো হয়েছে কিন্তু এখনও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। মাননীয় আইনজীবী আরও উপস্থাপিত করেন যে, রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১-এর আবেদনকারীগণ তাৎক্ষণিক অবমাননা আবেদন দায়ের করেছেন এই মর্মে অভিযোগ করে যে, বিবাদীগণ হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ অমান্য করছেন; কিন্তু অবমাননা নিয়ম চলমান থাকা অবস্থায় অবমাননাকারী বিবাদীগণ ইতোমধ্যে হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদান করেছেন এবং আবেদনকারীগণ অন্যান্য কর্মচারীদের সুবিধাদির দাবি করতে পারেন না; কারণ আবেদনকারীগণ প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তি হিসেবে রিট পিটিশন দায়ের করেননি, বরং ব্যক্তিগতভাবে তাৎক্ষণিক অবমাননা আবেদন দায়ের করেছেন এবং তারা ইতোমধ্যে তাদের সুবিধাদি পেয়ে গেছেন। মাননীয় আইনজীবী আরও উপস্থাপিত করেন যে, তাৎক্ষণিক অবমাননা আবেদনটি কোয়াশি ফৌজদারি বিষয় এবং রায়ের পরিপালনের প্রেক্ষিতে আবেদনকারীগণ ইতোমধ্যে তাদের সুবিধাদি পেয়ে গেছেন; সুতরাং, তাৎক্ষণিক অবমাননা আবেদনের কোনো কারণ অবশিষ্ট নেই এবং এটি খারিজ করা উচিত এবং এটি এমন অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য অব্যাহত রাখা যায় না, যারা রিট আবেদনকারী নন বা অবমাননা আবেদনকারী নন।

অবমাননাকারীদের পক্ষের মাননীয় আইনজীবীর উপস্থাপনার জবাবে, অবমাননা আবেদনকারীদের পক্ষে মাননীয় আইনজীবী শাহীদীন মালিক উপস্থাপিত করেন যে, দুটি প্রক্ষেপ স্মারক ইতোমধ্যে এই আদালতের সক্ষম বেঞ্চ অবৈধ ঘোষণা করেছেন এবং বিবাদীগণ আপিল বিভাগ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছেন, এমনকি রিভিউ আবেদনেও; অতএব প্রক্ষেপ স্মারক দুটির অবৈধতা ঘোষণাসংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বা বাতিল সংক্রান্ত সার্কুলার জারির দায়িত্ব বিবাদীদের উপর আইনত বর্তমান—

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা

এই দু'টি ইতোমধ্যে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তারা এখনো সে মর্মে কোনো সার্কুলার জারি করে বাতিল করেনি; বরং তারা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রদত্ত সুবিধাদি—যা পুর্বে "উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদে পদায়নদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০৫" অনুযায়ী প্রদত্ত হয়েছিল—সেই সুবিধাদি কর্তন করছে এবং রায়ের আলোকে অন্তর্ভুক্ত (সার্ভিস) কর্মচারীদের সুবিধা দিচ্ছে না। মি. শাহদিন মালিক ৯ এমএলআর (এডি) ২০০৪-এ মুদ্রিত রায় এবং সিভিল আপিল নং ১৩/২০২৪-এ প্রদত্ত অপ্রকাশিত রায়ের উল্লেখ করে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, কোনো সরকারি সার্কুলার বা নির্দেশনা (অর্থাৎ উক্ত impugned মেমোসমুহ) এই আদালতের দক্ষ বেঞ্চ দ্বারা অবৈধ ঘোষণা করা হওয়ার পর এবং আপিল বিভাগে আপিল খারিজ হয়ে রায় বহাল থাকায়, উক্ত রায় রাজস্ব বাজেট হতে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সরকারি কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং বিবাদীগণকে সেই সব কর্মচারীকেও উক্ত রায়ের সুবিধা প্রদান করতে হবে, যারা অবমাননাকারী আবেদনকারীদের সঙ্গে একই ভিত্তিতে অবস্থান করছেন।

আমরা অবমাননা আবেদন, রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১-এ হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ৩০৮/২০১৩-এ প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ এবং উক্ত impugned মেমোসমুহ পর্যালোচনা করেছি; পাশাপাশি "উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদে পদায়নদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০৫" (বিধিমালা) ও পর্যালোচনা করেছি।

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

প্রতীয়মান হয় যে, এই তাৎক্ষণিক অবমাননা আবেদনটি রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১-এ ১৪.০৫.২০১২ তারিখে প্রদত্ত রায় হতে উদ্ভুত হয়েছে এবং ৪ (চার) জন অবমাননা আবেদনকারীই উক্ত রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১-এর আবেদনকারী। রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১-এ আবেদন দাখিল প্রসঙ্গে আবেদনকারীর পক্ষে মাননীয় আইনজীবীর উত্তাপিত বক্তব্য রিট পিটিশনের কারণ-শিরোনাম (cause title) থেকে প্রতিফলিত হয় না যে, আবেদনকারীগণ প্রতিনিধি সত্ত্বায় রিট পিটিশন দাখিল করেছেন; বরং কারণ-শিরোনাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত সরকারি কর্মচারীদের সমিতির পক্ষে প্রতিনিধি সত্ত্বায় রিট পিটিশন দাখিল না করে ৪ (চার) জন ব্যক্তি সরকারি কর্মকর্তা ব্যক্তিগত সত্ত্বায় রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১ দাখিল করেছেন; যদিও হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশনটিকে প্রতিনিধি সত্ত্বার শ্রেণিতে বিবেচনা করেছিলেন। তবে এই তাৎক্ষণিক অবমাননা আবেদনটি অবমাননা আবেদনকারীদের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের ১৪.০৫.২০১২ তারিখে রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১-এ প্রদত্ত রায়কে অমান্য ও অবজ্ঞা করার প্রেক্ষিতে দাখিল করা হয়েছে; যে রায়ে উক্ত দুটি আপত্তিকৃত স্মারক—স্মারক নং অম/অবি(বাঃ-৪)/বিবিধ-২০/হিসেব/২০০৭(অংশ)/৭৪ তারিখ ২২.০৯.২০১১, যা বিবাদী নং-৫ এর স্বাক্ষরে জারিকৃত এবং স্মারক নং অম/অবি(বাঃ-৪)/বিবিধ-২০/হিসেব/২০০৭(অংশ)/৪৭ তারিখ ২৪.০৩.২০০৮, যা বিবাদী নং-৪ এর স্বাক্ষরে জারিকৃত—আইনগত কর্তৃভ্ব ব্যতিরেকে জারিকৃত হওয়ায় অবৈধ ও কোন আইনগত প্রভাববিহীন ঘোষগা করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিবাদীদেরকে বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি তথা টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডসহ জ্যৈষ্ঠতার হিসাব উন্নয়ন প্রধানে যোগদানের তারিখ হতে ৬০ (যাট) দিনের মধ্যে নিরুগণের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

13

বাংলাদেশ অনুলিপি আদালত
দুই টাকা

তাদের যোগদানের তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রাপ্য আদায়ের তারিখ হতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। অবমাননাকারী বিবাদী নং-১ আপিল বিভাগে পরাজিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, স্বীকার্য যে অবমাননা রুলের বিচারাধীন অবস্থায় অবমাননাকারী বিবাদীগণ রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১-এ দাখিলকৃত হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায় ও আদেশ বাস্তবায়ন করে আবেদনকারীগণ রায় অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য সুবিধাদি পেয়েছেন। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, যে রায়ের মাধ্যমে দুইটি আপত্তিকৃত স্মারক অবৈধ ঘোষিত হয়েছে, সে রায়ের প্রাপ্য সুবিধাসমুহ কি প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত সকল কর্মচারীর জন্য প্রয়োজ্য হবে? আমাদের আপিল বিভাগের সুপ্রতিষ্ঠিত মতামত হলো যে, কোনো সরকারি স্মারক একবার অবৈধ ঘোষণা করা হলে তা একই অবস্থানে (same footing)-এ অবস্থিত সকল সরকারি কর্মচারীর জন্য অবৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং তারা রায়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। বর্তমান অবমাননা রুলে যদিও আবেদনকারীগণ তাদের প্রাপ্য সুবিধা পেয়েছেন, কিন্তু অবমাননাকারী বিবাদীগণ একই অবস্থানে অবস্থিত অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের রায়ের সুবিধাদি প্রদান করছেন না এবং অবৈধ ঘোষিত সেই আপত্তিকৃত স্মারকদ্বয়ের বিষয়ে এখনও কোনো প্রজ্ঞাপন বা গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি, যা হাইকোর্ট বিভাগের ১৪.০৫.২০১২ তারিখে রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩/২০১১-এ প্রদত্ত রায়ের মাধ্যমে অবৈধ ঘোষিত হয়েছে। অবমাননা রুলের বর্তমান ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে গেছে, যখন বিবাদীগণ ইতোমধ্যেই আবেদনকারীদেরকে প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদান করে হাইকোর্টের আদেশ বাস্তবায়ন করেছেন। আমাদের বিবেচিত মতামত হলো য়ে, অবমাননাকারী বিবাদীগণ কেবল অবমাননা আবেদনকারীদেরকেই সুবিধা প্রদান করে তাদের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা এড়াতে বা নিজেদের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে পারেন না; বরং তাদের যথাযথভাবে একই অবস্থানে অবস্থিত অন্যান্য কর্মচারীদেরকে প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

রিট পিটিশন নং ৮৯৮৩ অব ২০১১-এর প্রতিপক্ষ নং-১, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এই আবেদন দাখিল করা হয়েছিল।

iii) বিপ্লুতে সিদ্ধান্তের আলোকে প্রতিপক্ষগণকে সকল কর্মচারী—যারা অবসরপ্রাপ্ত অথবা চাকরিরত—যারা একই ভিত্তিতে আদালত অবমাননা পিটিশনারগণের সাথে রয়েছে এবং উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাদের সকলকে বিধিমালা, ২০০৫-এর বিধিমতে প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্তির সাথে সাথে বিপ্লুত দুইটি বাতিলকৃত স্মারককে আর অস্তিত্বে নেই বলে গন্য করে, তাদের প্রাপ্য সুবিধা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রহণ করতে হবে।

উপর্যুক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এই রুল নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাবিবুল গণি

এস. তাহসিন আলি, জে.

আমি একমত

টাইপ করছেন: শরিফ: ০৪.০৪.২০২৬

পাঠ করেছেন: Kamal

পরীক্ষা করেছেন: 04-04-26

পুনরায় পাঠ করেছেন: 04.04.26

এস. তাহসিন অনুলিপি- সঠিক অনুলিপি

04-04-26

সহকারী রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টর হাইকোর্ট বিভাগ
সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গন, মতিঝিল, ঢাকা
এ-৬ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

04-04-26
মো. মাহবুব আলম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

04-04-26
নাসিমা খাতুন
সুপারিনটেনডেন্ট